সম্পাদকীয়

স্বামী বিবেকানন্দের ‘জীব সেবাই শিব সেবা’ তত্ত্বে বিশ্বাস করে একদল তরুণ তাঁর সার্ধশতবর্ষে কর্মযোগী আদর্শে ‘আলো’র পথের সন্ধান করেছিল ২০১১ সালে। উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের আলোকে প্রসারিত করা। জীবনে যা কিছু শিখেছি, জেনেছি তা সার্থক ও সফল হয় শুধুমাত্র অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলেই। সেই চেতনা থেকেই ‘আলো’র যাত্রা শুরু।

প্রাথমিক ভাবে ‘আলো’ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে’র ২০০৭ সালের স্নাতক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের একনিষ্ঠ উদ্যোগ ছিল। তবে ২০১১ সালে ‘আলো’র বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময় থেকেই তার বিচ্ছুরণ সব ধরণের সীমানাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকদের কাছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত ও উদার পরিবেশে তার ব্যাপ্তি হয়ে উঠেছে অসীম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে’র ‘জাতীয় রসায়ণ পরীক্ষাগার (National Chemical Laboratory, Pune), কলকাতার ‘ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র’ (Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata), ‘ভারতীয় পরিসংখ্যান কেন্দ্র’ কলকাতা (Indian Statistical Institute, Kolkata), ‘ভারতীয় বিজ্ঞান অনুষদ সমিতি’ (Indian Association for the Cultivation of Science) এবং কলকাতাসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাদপ্রদীপে তার প্রজ্জ্বলন অতি উজ্জ্বল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও অধ্যাপকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ‘আলো’র রশ্মি ক্রমেই বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে।

‘আলো’ ধীরে ধীরে ছয় বছর অতিক্রম করেছে। ২০১১ সালে হাওড়া ও হুগলী জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। পাথেয় ছিল শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ ও আপনাদের সকলের শুভ কামনা। এই ছয় বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার ৮২ জন ছাত্রছাত্রীর জীবনের ‘আলো’ তার রশ্মি ছড়াতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। এই ৮২ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনও পর্যন্ত আমরা ৭,২০,০০০/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার ভারতীয় মুদ্রা) শুধুমাত্র বৃত্তিবাবদ প্রদান করেছি। এছাড়াও, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়িভাড়া, খাওয়াদাওয়া, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য খরচবাবদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা) ব্যয় করা হয়েছে। এই দশ লক্ষাধিক টাকা এসেছে আপনাদের সকলের সাধ্যমত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই শিক্ষাবর্ষে (২০১৭-১৮) আমরা আরও ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আলো দেখাতে বদ্ধপরিকর।

‘আলো’র ব্রত ছিল মাঝারি মেধাবীকে উচ্চমেধার জগতে প্রবেশে সুনিশ্চিত করা। ‘আলো’ সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে এগিয়ে চলেছে। শুধু বৃত্তি প্রদানই নয়, ‘আলো’র সদস্যরা তার ছাত্রছাত্রীদের পাশে ছায়ার মত সারাবছর থাকে। আন্তরিক তদারকির ক্ষেত্রে ‘আলো”র সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের পাশে নিয়ে আমরা আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের আলোর জগতে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হতে পারব। আপনাদের আশীর্বাদ ও পরামর্শ আমাদের পাথেয়।

শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর চরণে কোটি কোটি নমস্কার ও প্রণাম।